দৈনিক ইনকিলাব

2

তারিখ ... ... NOV 25 1999...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩.....

সম্পাদক সমীপে

বেসরকারী পাঠাগারে বই সরবরাহে অনিয়ম

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর এই মেরুদণ্ড মজবুত করার উপকরণ ভাণ্ডার হল পাঠাগার। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার পাঠাগার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অনুদানের ব্যবস্থা করেছে। এটা সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ।

প্রায় এক হাজার বেসরকারী পাঠাগার ছড়িয়ে আছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এসব পাঠাগারকে সরকার প্রতি বছর অনুদান দিয়ে থাকে বই সংগ্রহ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য। পাঠাগারগুলোকে বই সংগ্রহ করতে হয় ঢাকার জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র থেকে। গ্রন্থ কেন্দ্রে বই সরবরাহ করে থাকেন দেশের লেখক ও প্রকাশকগণ। ফলে গ্রন্থ কেন্দ্রে গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ বই-ভাণ্ডার। আর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাঠাগারের কর্মকর্তাগণ এসে এই ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় বইগুলো সংগ্রহ করেন।

কিন্তু এবার থেকে এক নতুন নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে। ৩৯০টি পাঠাগারকে বই পাঠানো হচ্ছে নতুন পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে পাঠাগারের কর্মকর্তাদের বই বাছাই করে নেয়ার সুযোগ নেই। এর জন্য একটি কমিটি করে বই নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিটিতে পাঠাগারের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। বিজ্ঞ কয়েকজন পণ্ডিতকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে।

কমিটি সদস্যগণ বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং সাহিত্যিক ছিলেন ঠিক, কিন্তু পাঠাগারের মজুদ সম্পর্কে তাদের পূর্ণাঙ্গ ধারণা ছিল না। ফলে তাদের বাছাই করা বই নিয়ে কথা ওঠে। কথা ওঠে এ জন্য যে, এবার যেসব বই বাছাই করা হয়েছে তার প্রায় অধিকাংশ বই-ই পাঠাগারে আছে। ফলে বহু পুরনো বই নতুন বইয়ের স্থান কেড়ে নিয়েছে। বাজেটের টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বাদ পড়েছে নতুন নতুন বই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে সভাপতি করে ৬ সদস্যের পুস্তক নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি ৩,২০০ পুস্তকের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলাবাজারের কয়েকজন সাংস্কৃতিক সচিব, সাংস্কৃতিক মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর বইয়ের প্রকাশকগণ নিজেদের পছন্দমত সংক্ষিপ্ত আকারে একটি তালিকা তৈরি করেন। যাতে বইয়ের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৭১৫টি। কমিটির নির্বাচিত বইয়ের তালিকার বাইরে সাংস্কৃতিক সচিব-এর সুপারিশ করা ঐ প্রকাশকদের অনেক বই উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচন কমিটির সভায় অনুমোদন করানো হয়।

তাছাড়া কিছু বিশেষ লোকের বই-এর দাম আছে বেশী। আবার একই বইয়ের বাজার মূল্য ও গ্রন্থকেন্দ্রের মূল্য দু'ধরনের। কিন্তু বইয়ের গুণাগুণে কোন তারতম্য নেই। ফলে বিশেষ কোন লেখকের বইয়ের জন্য কিছু কিছু প্রকাশকের ভাগ্যের চাকা সচল হয়েছে। তাতে প্রকাশকের সুবিধে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঠকেছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাঠকগণ। পুরোনো এবং কিছু দুর্বল বইয়ের জন্য তারা বঞ্চিত হয়েছে অনেক নতুন বই থেকে। পাঠাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা বড় ধরনের একটা প্রতিবন্ধকতা।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছুসংখ্যক প্রকাশনা সংস্থার বইকে প্রাধান্য দিয়ে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, তালিকা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নাম দেখলে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোর মাত্র একটি বই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে- অথচ সেসব প্রতিষ্ঠানেরও ভাল ভাল আছে। কিন্তু পাঠাগারের জন্য তালিকাভুক্ত হয়নি বইগুলো দরকার পাঠাগারের জন্য।

নতুন নিয়মে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে পাঠাগা কমেছে বটে, কিন্তু সমস্যা বেড়েছে পাঠক এবং প পাঠকদের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে নত অপ্রতুলতার কারণে। যদি এই পদ্ধতি অব্যাহ এই সমস্যা একদিন জটিল রূপ নেবে এবং থুবড়ে পড়বে পাঠাগার আন্দোলন।

-মোঃ আনি
চিতলমারী বই বিপণী পাঠাগার, থানা-

মতামতের জন্য সম্পাদ দায়ী নন